তারিখ . 03. JUL. 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

মানসম্মত শিক্ষা অর্জন হচ্ছে না

জিইডির আলোচনায় বিশিষ্টজনরা

যুগান্তর রিপোর্ট

বাজেটে শিক্ষা খাতে বড় অংকের বরাদ্দ থাকলেও মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে সেটি কোনো কাজে আসছে না। দেশের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেশের বিশিষ্টজনরা বলছেন, মাধ্যমিক শিক্ষা খুব খারাপ অবস্থায় রয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে। আবার দেশে অর্ধশতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থাকার পরও প্রতিষ্ঠান চালাতে বড় অংকের বেতন দিয়ে বিদেশ থেকে লোক আনতে হচ্ছে। এজন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় শিক্ষায় মান বাড়ানোর ওপর তাগিদ দিয়েছেন তারা। তবে মান বাড়ানোর জন্য বাজেটে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষা খাতে বরাদ্দ অনেক কম দেয়ার অভিযোগ তুলে, হতাশা প্রকাশ করেন শিক্ষামন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খাতভিত্তিক পরামর্শ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান, অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান। পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফরাস উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি খালেদা ইকরাম, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষণা পরিচালক ড. বিনায়েক সেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) সিনিয়র সদস্য ড. শামসুল আলম।

ড. ফরাস উদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশে কষ্টার্জিত রেমিটেন্স ১৫ বিলিয়ন আসলেও চার বিলিয়ন ডলার বিদেশীরা চাকরি করে নিয়ে যাচ্ছেন। সব বড় প্রতিষ্ঠানের হিসাব এবং গুরুত্বপূর্ণ শাখায় দক্ষ লোকের সংকটে বিদেশীদের মোটা অংকের বেতনে চাকরি দেয়া হচ্ছে। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে কি পড়ানো হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রীও শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা খুব দুর্বল। শিক্ষার মান নিয়ে সব পর্যায়ে ভাবার সময় এসেছে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব। প্রয়োজনে বিদেশ থেকে শিক্ষক নিয়ে মানোন্নয়নের ওপর জোর দিতে বলেন। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিষয়টি সংযুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। মুস্তফা কামাল বলেন, মধ্যম আয়ের দেশে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রার ৬ বছর আগেই সে লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। এটি একটি বিরাট সফলতা। এজন্য দেশের সব শ্রেণীর মানুষের অবদান রয়েছে। উত্তরণের ইতিহাসে এটি টার্নিং পয়েন্ট। এতদিন নিম্ন আয়ের দেশে ছিলাম, এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হলাম। লক্ষ্য হচ্ছে উন্নত আয়ের দেশে যাওয়া। তিনি বলেন, সামাজিক অবক্ষয় রোধ করতে ফেসবুক-টুইটার বন্ধ করতে হবে। চীনে ফেসবুক নেই। সেখানে সামাজিক অবক্ষয় কম। দেশের মাদ্রাসা শিক্ষার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ উল্লেখ করে বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক বিনায়েক সেন বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে অর্থনীতিতে অবদান খুব কম। আগামী দিনে কারিগরি শিক্ষা বাড়ানো প্রয়োজন। তবে আট শতাংশ প্রবৃদ্ধিতে পৌঁছাতে হলে দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানও শিক্ষার নিম্নমান নিয়ে একমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, 'প্রত্যাশা অনুযায়ী শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে পারিনি। তবে আমি মনে করি না শিক্ষকরা অনুপযুক্ত।

তবে শিক্ষার মানের অভিযোগের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, আগের চেয়ে শিক্ষার মান অনেক বেড়েছে। মাধ্যমিকের ৫৩ শতাংশ মেয়ে। অনেক বড় বেতনে মেয়েরা চাকরি করছেন। এসব বিষয় সব সময়ই উপেক্ষিত থাকছে। তিনি অভিযোগ করেন, শিক্ষার মান খারাপ উল্লেখ করে বাজেটে বরাদ্দ কম দেয়া হয়েছে। যা খুবই হতাশাজনক। এবার ৩ লাখ কোটি টাকার বাজেট পাস করা হয়েছে। অথচ বাজেটে শিক্ষা খাতে গত অর্থবছরের চেয়ে মাত্র ৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে।

এ সময় নুরুল ইসলাম নাহিদ আরও বলেন, সংসদে বাজেট বিষয়ে আলোচনায় বলা হয়েছে, শিক্ষা কোনো অগ্রাধিকারমূলক খাত নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বক্তব্যে হতাশ। বর্তমানে ছেলে ও মেয়েদের অনার্স পড়ার হার সমান। এটা কি বড় অর্জন নয়— প্রশ্ন করেন তিনি।